জনগণকে ঘরে আটকে রাখছে চীন সরকার

চীনের জনগণকে ঘরে আটকে রেখেছে সরকারের কর্মকর্তারা। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া বেশ কয়েকটি ভিডিওতে এমন ঘটনা দেখা গেছে। দেশটিতে করোনার ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট ব্যাপকহারে ছড়িয়ে পড়ায় সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে জানা গেছে।

গত বছর উহানে যখন করোনা ভাইরাস প্রথমবারের মতো থাবা বসায় তখন সেখানেই এই একই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল বলে তাইওয়ান নিউজের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

চীনের নিজস্ব মাইক্রো ব্লগিং প্ল্যাটফর্ম উয়েবো, টুইটার ও ইউটিউবে বিভিন্ন ভিডিওতে দেখা গেছে সরকারি কর্মীরা জীবণুরোধী পিপিআই পরে বাড়ির সামনে লোহার আড়াআড়িভাবে শিক আটকে দিচ্ছে।

এমনকি একদিনে তিনবারের বেশি দরজা খুললে তাদের তিরস্কার করা হচ্ছে বলে জানা গেছে।

তবে ওইসব বাড়ির বাসিন্দারা কীভাবে জরুরি প্রয়োজনে বাইরে যাচ্ছে সে ব্যাপারে তাইওয়ান নিউজ বিস্তারিত কিছু জানায়নি।

চীনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশন গত আগস্টের ৯ তারিখে ১৪৩ জনের করোনা আক্রান্তের খবর দিয়েছে। জানুয়ারির ২০ তারিখের পর এই প্রথম দেশটিতে এতো মানুষ সংক্রমিত হয়েছে বলে গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

ব্ল্যাকমেইলের শিকার, নারী খেলোয়াড়ের আত্মহত্যা

সাবেক প্রেমিকের ব্ল্যাকমেইলের শিকার, নারী খেলোয়াড়ের আত্মহত্যা

ভারতের জাতীয় পর্যায়ের কারাতে নারী খেলোয়াড় পামেলা অধিকারী আত্মহত্যা করেছেন।

রোববার রাতে হাওড়ার বালিতে তার বাড়ি থেকে ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। খবর আনন্দবাজার।

এ ঘটনায় এক যুবকের বিরুদ্ধে ব্ল্যাকমেইল করার অভিযোগ তুলেছে তার পরিবার। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পামেলার বোন প্রিয়ঙ্কা অধিকারীর অভিযোগ, বছর দুয়েক ধরে সানি নামে যুবক আমার বোনের সম্পর্ক ছিল। এর মধ্যেই সানি অন্য একটি মেয়েকে বিয়ে করে। সানি আমার বোনের থেকে কৌশলে ব্যক্তিগত মুহূর্তের নানা ছবি নিয়েছিল। তা দেখিয়ে নানা সময়ে ব্ল্যাকমেল করত।

প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, ব্ল্যাকমেইলের চাপে পড়েই ওই কিশোরী শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। নিশ্চিত হতে পুলিশ পামেলার আত্মীয় এবং বন্ধুদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে। অভিযুক্ত সানির বিষয়েও তথ্য সংগ্রহ করছে পুলিশ।

পামেলার বাবা মলয় অধিকারী বলেছেন, মেয়ের সঙ্গে কী ঘটেছে এখনও আমরা বুঝতে পারছি না। কেন সে আত্মহত্যা করল জানি না। এ ভাবে মেয়েটা চলে যাবে মানতে পারছি না।

‘আমার মেয়ে খেলাধূলা, পড়াশোনা নিয়েই ব্যস্ত ছিল। ও খুব মিশুক ছিল,’ বলেন তিনি।

সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেলেন অভিনেতা মিশু সাব্বিরের বোন

মর্মান্তিক এক সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেলেন সময়ের জনপ্রিয় অভিনেতা মিশু সাব্বিরের মামাতো বোন।

□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □ □□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□

□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□

□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□

□□□□ □□□□□– □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ (□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□)□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□ ??? □ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□

□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□

□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□

□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□□□□

□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□, □□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□

□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□, □□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□

সালমানের সঙ্গে আলোচনা করতে আমি অনেক আনন্দিত।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেয়া পোস্টে সিসি বলেন, দুই দেশের সম্পর্ক আরও জোরদার করতে আমরা বৈঠকে আলোচনা করেছি। এছাড়াও, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক সমসাময়িক বিভিন্ন ইস্যুতেও দুই নেতার আলোচনা হয় বলে ◌্তে দাবি করা হয়।

২৮ জন স্ত্রীর উপস্থিতিতে ৩৭তম বিয়ে, ভিডিও ভাইরাল

২৮ স্ত্রী, ১৩৫ সন্তান ও ১২৬ জন নাতি-নাতনির উপস্থিতিতে নিজের ৩৭তম বিয়ে সারলেন এক ব্যাক্তি। এমন একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।

২১ শতকেও এমন কাজ হতে পারে তা নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়েছে নেট দুনিয়ায়। ওই ভিডিওতে দাবি করা হয়েছে, ২৮ স্ত্রী, ১৩৫ সন্তান ও ১২৬ জন নাতি-নাতনির উপস্থিতিতেই নিজের বিয়ে সেরেছেন। ৪৫ সেকেন্ডের ওই ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কাঁপাচ্ছে। এই ভিডিওটি ৬ জুন ভারতের রপিন শর্মা নামে এক আইপিএস কর্মকর্তার তার টুইটারে শেয়ার করেন। সেখানে তিনি ওই ব্যক্তি সাহসেরও প্রশংসা করেছেন।

তবে ভিডিওটি কবের বা কোন দেশ অথবা কোন এলাকার তা জানাযায়নি।

সূত্র: টাইমস নাও।

আল আকসায় নামাজ আদায়ের ঘোষণা দিলেন হিজবুল্লাহ মহাসচিব

মুসলমানদের প্রথম কিবলা আল-আকসা মসজিদে নামাজ আদায় করার আশা প্রকাশ করেছেন লেবাননের ইসলামি প্রতিরোধ আন্দোলন হিজবুল্লাহর মহাসচিব সাইয়্যেদ হাসান নাসরুল্লাহ।

মঙ্গলবার রাতে আল-মানার টেলিভিশন প্রতিষ্ঠার ৩০তম বার্ষিকী উপলক্ষে দেওয়া বক্তৃতায় এ আশা প্রকাশ করেন তিনি।

হিজবুল্লাহ মহাসচিব বলেন, কুদস ও মসজিদুল আকসা গোটা মুসলিম উম্মাহর সম্পদ এবং বিশ্ব মুসলিম একদিন নির্ভয়ে একসঙ্গে এই মসজিদে নামাজ আদায় করতে পারবে। মুসলিম বিশ্বের উচিত এই মসজিদকে ইহুদিবাদীদের দখলদারিত্ব থেকে মুক্ত করার সংগ্রামে ফিলিস্তিনিদের পাশে দাঁড়ানো।

এদিকে ফিলিস্তিনে ইসরাইলের আগ্রাসন ও গণহত্যা সমর্থন করে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন যে বক্তব্য দিয়েছেন, তার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে ইসলামি প্রতিরোধ আন্দোলন হামাস।

ব্লিঙ্কেন গত সোমবার এক বক্তব্যে ফিলিস্তিন জনগণের ওপর তেলআবিবের সাম্প্রতিক আগ্রাসনকে ‘আত্মরক্ষা’ বলে উল্লেখ করেন এবং ইহুদিবাদী ইসরাইলের প্রতি আমেরিকার পূর্ণ সমর্থন অব্যাহত থাকবে বলে ঘোষণা করেন।

এর প্রতিক্রিয়ায় হামাস এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, আমরা কুদস দখলদার ইসরাইল সরকারের প্রতি আমেরিকার সামরিক সমর্থন এবং তেলআবিবের হাতে অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র তুলে দেওয়ার মার্কিন নীতির তীব্র নিন্দা জানাই। আমেরিকা এ সমর্থনের মাধ্যমে ফিলিস্তিনের নিরস্ত্র সাধারণ জনগণকে হত্যার অপরাধে সমান অংশীদারে পরিণত হয়েছে।

গত ১০ থেকে ২১ মে পর্যন্ত অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় ইহুদিবাদী ইসরাইলের পাশবিক হামলায় ৬৯ শিশু, ৩৯ নারী ও ১৭ বৃদ্ধসহ ২৭০ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন।

মার্কিন সমর্থনে চালানো এ হামলায় আহত হন আরও ১৯১০ ফিলিস্তিনি নাগরিক। এই ১১ দিনে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ ইসরাইলি হামলার

নিন্দা জানাতে ও হামলা বন্ধ করতে তিনবার বৈঠকে বসলেও আমেরিকার বিরোধিতার কারণে তেলআবিবের বিরুদ্ধে কোনো প্রস্তাব পাস করা সম্ভব হয়নি।

যুক্তরাষ্ট্র-বিট্রেনের গণমাধ্যম ও সরকারি ওয়েবসাইট ডাউন

বিশ্বজুড়ে বেশ কিছু আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের পরিষেবা ভেঙ্গে পড়েছে। পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের সরকারি ওয়েবসাইটেও সমস্যা দেখা দেয়। সংবাদ মাধ্যমগুলোর মধ্যে মঙ্গলবার ব্লুমবার্গ, গার্ডিয়ান, সিএনএন, বিবিসি, নিউইয়র্ক টাইমস ও ফিনান্সিয়াল টাইমসে সমস্যা দেখা দেয়।

কাতারভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম আল জাজিরা জানিয়েছে তাদের সাইটেও সমস্যা দেখা দিয়েছিল। এসব সাইটে এরর শব্দটি দেখা যাচ্ছিল। এ ছাড়া অ্যামাজনের ওয়েবসাইটেও সমস্যা দেখা গিয়েছিল। তবে প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

যুক্তরাজ্যের সংবাদ মাধ্যম দ্য গার্ডিয়ান জানিয়েছে, তাদের ওয়েবসাইট ও অ্যাপে সমস্যা দেখা দিয়েছে।

যুক্তরাজ্যের প্রধান সরকারি ওয়েবসাইটে সমস্যা হয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রের হোয়াইট হাউসের ওয়েবসাইটে এরর শব্দটি এসেছে। সেই ক্রটি নিরসনে কাজ চলছে বলে জানানো হয়েছে।

বিবিসি ও নিউইয়র্ক টাইমস জানিয়েছে তাদের ওয়েবসাইটে সাময়িক সমস্যা দেখা দিয়েছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের সেনাদের সহায়তাকারী আফগান দোভাষীরা বেকায়দায়

যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসনে দেশটির সেনাদের সহায়তা করা আফগানিস্তানের দোভাষীরা পরিবার নিয়ে বেকায়দায় রয়েছেন। আমেরিকার ভিসা প্রক্রিয়ার জটিলতার কারণে তাদের দিন কাটছে ভয়ের মধ্যে। কেউ কেউ স্পেশাল ইমিগ্রেন্ট ভিসা (এসআইভি) প্রোগ্রামের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। তাদের মধ্যে একজন ওয়ালিদ ওমিদ হাবিবি। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের রোচেস্টারে এক মাস ধরে বাস করছেন তিনি।

ওয়ালিদ ওমিদ হাবিবি রোচেস্টারে থাকলেও তার মন পড়ে রয়েছে আফগানিস্তানে। যেখানে তার স্ত্রী, তিন সন্তান এবং মা দেশ ছাড়ার অপেক্ষায় রয়েছেন।

লন্ডনভিত্তিক গণমাধ্যম দ্য নিউ আরবকে ওয়ালিদ হাবিবি বলেন, আমি স্বশরীরে রোচেস্টারে আছি ঠিকই কিন্তু আমার মন পড়ে আছে আফগানিস্তানে। সেখানে আমার পরিবার হুমকির মধ্যে দিন পার করছে।

ওয়ালিদ হাবিবি সেইসব আফগানদের একজন যারা আফগানিস্তান থেকে স্পেশাল ইমিগ্রেন্ট ভিসা (এসআইভি) প্রোগ্রামের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রে আসার সুযোগ পেয়েছেন।
এপ্রিলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন আফগানিস্তান থেকে চলতি বছরের ১১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে সেনা প্রত্যাহারের ঘোষনা দেন। ফলে দেশটিতে যুক্তরাষ্ট্রের ২০ বছরের আগ্রাসনের ইতি ঘটতে যাচ্ছে।

২০০১ সালে যুক্তরাষ্ট্রে হামলার পরিপ্রেক্ষিতে আফগানিস্তানে আগ্রাসন শুরু করে দেশটি। সন্ত্রাসীদের দমনের কথা বলে হামলা চালানো হলেও প্রায় ২০ বছরের মাথায় সেখান থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে খালি হাতেই ফিরতে হচ্ছে একপ্রকার। এই মিশনে যুক্তরাষ্ট্রের সেনাদের নিরাপদ রাখার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা করেছেন স্থানীয় দোভাষীরা।
২০০২ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সেনাদের সঙ্গে হাজার হাজার আফগান দোভাষী হিসেবে কাজ করেছেন। বিশ্বের সর্বোচ্চ দারিদ্র্যের হার

(এডিবির তথ্য অনুযায়ী ৪৭.৩ শতাংশ) এ দেশটিতে। যেখানে এ চাকরি ঝুঁকিপূর্ণ হলেও লোভনীয় ছিল। ধারণা করা হয়, আফগানিস্তানে মার্কিন সেনাবাহিনীর সঙ্গে সম্পর্কিত থাকার কারণে প্রতি ৩৬ ঘণ্টায় একজন আফগানকে হত্যা করা হয়।

এই দোভাষীরা রুটিন অফিস ছাড়াও বিশেষ অভিযান এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে জিম্মি আলোচনায়ও অংশ নিতেন। তারা বলতে গেলে, যুক্তরাষ্ট্রের সেনাদের চোখ ও কান ছিলেন।

আফগান দোভাষীদের সহযোগিতা করে এমন পেশাদার সংগঠন ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব জুডিশিয়াল ইন্টারপ্রিটারসের চেয়ারম্যান রবার্ট ক্রুজ বলেন, দোভাষীদের দ্রুত নিরাপদ স্থানে নেওয়া উচিত।

দোভাষীদের অধিকার নিয়ে যারা কাজ করেন তাদের মতে, আফগানিস্তানের দোভাষী এবং যেসব স্থানীয়রা যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছেন তাদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত। একইসঙ্গে তাদের দাবি, এসব দোভাষীদের জন্য ভিসা প্রক্রিয়া সহজ করতে হবে। এসময়ের মধ্যে যেকোনো ধরনের প্রতিশোধমূলক তৎপরতার হাত থেকে দোভাষীদের বাঁচাতে তাদের গুয়াম দ্বীপে স্থানান্তর করা যেতে পারে।

ইন্টারন্যাশনাল রিফিউজি অ্যাসিস্ট্যান্স প্রজেক্ট (আইআরএপি)- এর পরামর্শক অ্যাডাম বেটস বলেন, অনেক মানুষকে দ্রুত স্থানান্তর করার ক্ষেত্রে এসআইভি প্রোগ্রাম সেভাবে কাজ করে না। যদি আফগানিস্তানের পরিস্থিতি খারাপ হয়ে যায় বা সেখানে যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস বন্ধ করে দেওয়ার আশঙ্কার মধ্যে এখন যদি দোভাষীরা আবেদন করেন তবে পুরো প্রক্রিয়া শেষ হতে দুই বছর সময় লাগবে। ঝুঁকির মধ্যে থাকা আফগানদের জন্য এটা দ্রুত কোনো প্রক্রিয়া নয়।

তিনি আরও বলেন, ইতোমধ্যে শত শত এসআইভি প্রোগ্রামের আওতায় আবেদনকারী নিহত হয়েছেন। যারা আবেদনের পর বিষয়টি সুরাহার অপেক্ষায় ছিলেন। সামনে এ হার আরও বাড়তে পারে।

বিপদগ্রস্ত দোভাষীদের সহায়তা করতে যুক্তরাষ্ট্র ২০০৯ সালে দ্য স্পেশাল ইমিগ্রেন্ট ভিসা (এসআইভি) প্রোগ্রাম চালু করে। ভিসার পুরো প্রক্রিয়া শেষ করতে প্রায় ৯ মাসের মতো সময় প্রয়োজন হয়। কখনো কখনো ভিসার পুরো প্রক্রিয়া শেষ হতে বছরের পর বছর লেগে যায়।

নিয়ে কাজ করা স্মিথ বলেন, আমরা পুনর্বাসিত পরিবারগুলোর প্রেমে পড়ে গেছি। আমরা নতুন সংস্কৃতি সম্পর্কে জানার সুযোগ পেয়েছি তাদের কল্যাণে। তাদের মাধ্যমে আমরা ইসলাম সম্পর্কে জানার সুযোগ পেয়েছি এবং অনেক অভিন্নতা খুঁজে পেয়েছি যা আমরা আগে জানতাম না। আমরা একে অপরের সঙ্গে খাবার ভাগাভাগি করছি। পরিবারগুলো এখানে একটি সম্প্রদায় তৈরি করেছে এবং তারা আমাদের সম্প্রদায়কে সমৃদ্ধ করছে। এটা এমন বিষয় যা সাত বছর আগে কেউ ভাবেওনি।

২০০১ সালে যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্ররা আফগানিস্তানে আগ্রাসন শুরু করে। এরপর মাঝে কেটে গেছে প্রায় ১৯ বছর। ২০ বছরের মাথায় দেশটি থেকে সেনা প্রত্যাহারের ঘোষণা দেয় যুক্তরাষ্ট্র। সেনা প্রত্যাহারের পর দেশটিতে আদৌ শান্তি ফিরে আসে কি-না তা এখন দেখার বিষয়।

বছরের আউস জর্ডানের সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ শিক্ষক!

জর্ডানের শিশু আউস ওউদাহর বয়স ৫ বছর। এরমধ্যে সে যোগাযোগের জন্য সাইন ল্যাঙ্গুয়েজে পারদর্শিতা অর্জন করেছে। পাঁচ বছরের এ শিশু এখন দেশটির সর্বকনিষ্ঠ সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ শিক্ষক।

আউস এখন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে সাইন ল্যাঙ্গুয়েজের তার নিজস্ব ধরন তরুণ জর্ডানিয়ানদের মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছে।
প্রথমে বাবার কাছ থেকে সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ রপ্ত করে জর্ডানের এ শিশু। এরপর সে শিক্ষামূলক ভিডিও তৈরির সিদ্ধান্ত নেয়, যা তার ইউটিউট চ্যানেলে পোস্ট করা হয়।

তরুণ এ প্রশিক্ষক এসব ভিডিও তৈরি করছে যাদের শ্রবণ প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তারা যেন সহজে একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

আউস ওউদাহর বাবা আশরাফ ওউদাহ। তিন সন্তানের জনক তিনি। গর্বিত এ বাবা আউসকে অভিহিত করছেন ‘সেলিব্রেটি’ হিসেবে।

অনুসরণকারী এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছ থেকে যে পরিমাণ মনযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে এটাই আউসের অনুপ্রেরণার মূল উৎস বলে মনে করেন আশরাফ ওউদাহ।

জর্ডানের সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ এন্টারপ্রেটারদের একজন আশরাফ ওউদাহ বলেন, কথ্য এবং সাইন ল্যাঙ্গুয়েজে দক্ষ হওয়ার জন্য আউসের প্রচেষ্টা আমাকে শৈশবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

তিনি আশা করেন, সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্টারপ্রিটেশনের ক্ষেত্রে তার সন্তানের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। কেননা, তার এমনসব আত্মীয় রয়েছে যাদের কাছ থেকে আউস শিখতে পারে এবং তাদের সঙ্গে অনুশীল করতে পারে।

ভারতে কমছে না দৈনিক সংক্রমণ, টানা ৪৫ দিন মৃত্যু ২০০০-এর ওপরে

ভারতে কমছে না করোনাভাইরাসে আক্রান্তের দৈনিক সংখ্যা। বুধ এবং বৃহস্পতিবারের মতোই থাকল শুক্রবার দেশটির দৈনিক সংক্রমণের পরিসংখ্যান। গত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে করোনায় আক্রান্ত হয়েছে ১ লাখ ৩২ হাজার ৩৬৪ জন।

ভারতের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পরিসংখ্যান অনুসারে, দেশটিতে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়ে গেল ২ কোটি ৮৫ লাখ।

শুক্রবার দৈনিক মৃত্যুরও ৩ হাজারের নিচে থাকলেও টানা ৪৫ দিন দেশটিতে মৃত্যুর সংখ্যা রয়েছে ২ হাজারের ওপরে। গত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে করোনায় প্রাণ হারিয়েছে ২ হাজার ৭১৩ জন। এ নিয়ে মোট ৩ লাখ ৪০ হাজার ৭০২ জনের মৃত্যু হয়েছে করোনা মহামারীর জেরে।
গত দু’সপ্তাহের বেশি সময় ধরে রোজ যত লোক দেশে আক্রান্ত হচ্ছেন, তার থেকে প্রতিদিন সুস্থ হচ্ছে অনেক বেশি। এর জেরে ধারাবাহিকভাবে কমছে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা। কমতে কমতে সক্রিয় রোগী সাড়ে ১৬ লাখের নীচে নেমেছে। এখন দেশটিতে সক্রিয় রোগী রয়েছে ১৬ লাখ ৩৫

হাজার ৯৯৩ জন।

রাজ্যগুলোর মধ্যে এখন তামিলনাড়ুতে আক্রান্তের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। তবে গত ২৪ ঘণ্টায় তা ২৫ হাজারের নীচে নেমেছে। কর্নাটক এবং কেরালায় তা ১৮ হাজারের ঘরে রয়েছে। মহারাষ্ট্রে নেমেছে ১৫ হাজারের ঘরে। অন্ধ্রে এখনও ১১ হাজারের বেশি আক্রান্ত হচ্ছে প্রতিদিন। পশ্চিমবঙ্গে গত ২৪ ঘণ্টায় তা ৯ হাজারের নিচে নেমেছে। উড়িষ্যাতে তা ৯ হাজারের কম। আসামে তা রয়েছে ৪ হাজারের ঘরে। বাকি রাজ্যগুলোতে দৈনিক আক্রান্ত আড়াই হাজারের নিচে নেমেছে। দিল্লিতে তা হয়েছে ৫০০-এর কম। সূত্র: হিন্দুস্তান টাইমস, আনন্দবাজার